Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ এপ্রিল, ২০২১

৪৪ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১২ এপ্রিল, ২০২১, সোমবার, ২৯ চৈত্র, ১৪২৭

মোর্চাই পারবে বাংলায় শিল্প এবং সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে : শমিক লাহিড়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ এপ্রিল, বর্ধমান : তৃণমূল হলো ফুটন্ত কড়াই, বিজেপি হলো জ্বলন্ত উনুন, দুটোই আপনার জীবনে ভয়ঙ্কর। মোর্চাই পারবে আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে। এই নির্বাচন দুটো দলের লড়াই নয়। যাঁরা ভাবছেন তৃণমূলকে রুখতে বিজেপিকে ভোট দিই তা আরও ভয়ঙ্কর হবে। কথাগুলি বলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শমিক লাহিড়ী। সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটির ডাকে সর্বমঙ্গলা পার্কে মোর্চার প্রার্থী পৃথা তা'র সমর্থনে নির্বাচনী সভা ডাকা হয়। শ্রী লাহিড়ী ভোটারদের সতর্ক করে বলেন, বিজেপি তৃণমূলকে ঠেকাতে পারবে না আবার তৃণমূলও বিজেপিকে রুখতে পারবে না। এখন তো বোঝাই যায় না তৃণমূল দলটা বিজেপি হলো না বিজেপি দলটা তৃণমূল হলো। এদের কাউকে ঠেকাতে গেলে মোর্চাই পারবে। মোর্চা ক্ষমতায় এলে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের স্বার্থে শিল্প, এস.এস.সি, পি.এস.সি প্রথমেই গুরুত্ব দেবে। আবার আমরা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে পরম্পরা রক্ষা করবো। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম) শহর এরিয়া-২ কমিটির সম্পাদক তরুণ রায়। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার প্রমুখ। এদিন সন্ধ্যায় কালীবাজারে পৃথা তা-এর সমর্থনে আর একটি জনসভাতেও প্রধান বক্তা ছিলেন শমীর লাহিড়ী।

কৃষকনেতা মহবুব জাহেদীকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ৮ এপ্রিল : পঞ্চদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রয়াত সর্বভারতীয় কৃষক নেতা মহবুব জাহেদীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলেন গুসকরার মানুষ। আজ সকালে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা নেতা আলমগীর মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। দাশরথি চৌধুরী ভবনে এই স্মরণ অনুষ্ঠানে তার জীবনের দীর্ঘ আত্মত্যাগ এবং আউসগ্রাম মঙ্গলকোট ভাতার থানার খেটে-খাওয়া মানুষদের জন্য প্রয়াত জাহেদীর সারা জীবনের লড়াই আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করা হয়।বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত তাঁর মানুষের প্রতি দরদ এবং আকুলতাকে আমাদের স্মরণ করে সকলকেই সেই ভাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলনকে সামনে রেখে মেমারিতে পদযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৯ এপ্রিল : আজ মেমারির সাহানুই থেকে বিষ্ণুপুর মাঠ পর্যন্ত বামপ্রার্থী সনৎ ব্যানার্জীকে নিয়ে একটি নির্বাচনী পদযাত্রা হয়। পদযাত্রায় ছিলেন রণজিৎ চক্রবর্তী, জয়দেব মুখার্জী, রমাপ্রসাদ লাহা, উদয় মণ্ডল, শিবরাম মল সহ অন্যান্যরা। খেতমজুরের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ও সারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদকে সামনে রেখে এই পদযাত্রা ছিল। ১০০ দিনের বকেয়া টাকা এখনও পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। রানিং কাজেরও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। গত দুর্গাপুজোতে যে কাজ হয়েছিল তার টাকাও পাওয়া যায়নি। এর জন্য পঞ্চায়েতকে বহুবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয়নি। পঞ্চায়েতে দুর্নীত টাকা দিলেই কাজ হয়, রাস্তার রিপেয়ার কাজ, এই ঠিকা সমিতির সাথে একটি সরকারী অংশের যোগ আছে। তৃণমূলের আমলে লুঠের রাজত্ব চলছে। এই সব দুর্নীতির প্রতিবাদে মিছিলে নির্বাচনে জোট সমর্থিত প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

মোর্চা ক্ষমতায় এলে দেশ এবং রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরবে—বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ এপ্রিল বর্ধমান : তৃণমূল-বিজেপি যে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ তা আমরা বারবার বলে এসেছি। তৃণমূলের মন্ত্রী-সান্ত্রী এখন বিজেপির টিকিটে লড়ছে। এদেরকে বিজেমূল বলি। এদের বিরুদ্ধে মোর্চাই বিকল্প। কথাগুলি বলেন সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরোর সদস্য বিমান বসু। ৯ এপ্রিল হাটগোবিন্দপুরে মোর্চার প্রার্থী চণ্ডীচরণ লেটের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। ক্ষমতায় ফিরেই এখানে সন্ত্রাস নামিয়ে আনে তৃণমূল। এখানে কর্মী, নেতাদের নামে মামলা করে, বাড়িছাড়া করে, ঘরে আগুন দিয়ে, জমির ধান নষ্ট করে, জরিমানা করে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে শাসকদল। সন্ত্রাসের আগল ভেঙে এদিনের সভায় স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। শ্রী বসু এ প্রসঙ্গে বলেন, সন্ত্রাস তারাই করে যারা গণতন্ত্র মানে না। ৩ দফা নির্বাচন হয়েছে তৃণমূল-বিজেপি পেশিশক্তি ব্যবহার করছে। ভোটে হিংসা বাড়ছে। অশুভ শক্তি রাজ্য জুড়ে নৃত্য করছে। আজকে বিজেপির যে বাড়বাড়ন্ত তার জন্য দিদিমণি দায়ী। মেরুকরণ করে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা দুই দলের। আজকের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, মূল্যবোধ শেষ করে দিয়েছে দুই দলই। তাই মোর্চাকে ক্ষমতায় আনতে ৩৪১টি বুথেই পোলিং এজেন্ট বসিয়ে ভোটলুট রুখে সবার ভোট দেওয়া নিশ্চিত করুন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, গণেশ চৌধুরী ও জাতীয় কংগ্রেসের সুদীপ মজুমদার।

ভোট লুট রুখে বুথ আগলাতে পারলেই জয় নিশ্চিত : মীনাক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ এপ্রিল, বর্ধমান : নন্দীগ্রামের মেয়ে হওয়ার পর গোটা পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে হয়ে উঠেছে মীনাক্ষী মুখার্জী। প্রথম দফায় নন্দীগ্রামে দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর কাদা ছোড়াছুড়ির মাঝে মীনাক্ষী নন্দীগ্রামের মানুষের কাছে কোথাও কাজলাদিদি, কোথাও মেয়ে হয়ে উঠেছে। নবান্নে চাকরি চাইতে গিয়ে পুলিশের লাঠিতে প্রয়াত মইদুলের মা তাঁর মাধ্যমে মইদুলের ইনসাফ চাইছে। সেই মেয়ের চাহিদা এখন বক্তা হিসেবে সারা রাজ্যে তুঙ্গে। নন্দীগ্রামে লাল ফেরাতে ধরো হাল সেই বার্তার শোনার আগ্রহ বেড়েছে মানুষের। ৭ এপ্রিল পূর্ববর্ধমান জেলাতে মন্তেশ্বর-মেমারি, গুসকরা এবং শহরের নীলপুরে তাঁর বক্তব্য মানুষকে উদ্বেলিত করে। কাতারে কাতারে মানুষের ঢল নামে।

এদিন সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বড়নীলপুর বাজার সন্নিকটে মোর্চার প্রার্থীর পৃথা তা'র সমর্থনে মীনাক্ষী মুখার্জী বলেন, তিন দফা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী আই.সি.ইউ-তে চলে গেছেন। দীর্ঘ ৯ বছর ভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা বর্ধমানের মানুষ এবার বুঝিয়ে দেবে। আপনাদের কাজ সমস্ত বুথ আগলে রেখে সবার ভোট প্রদানকে সুনিশ্চিত করা। দু'দলের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে না গিয়ে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি পাশে থাকার জন্য সারাবছর আপনাদের লড়াইয়ে থাকবো। সরকারে থাকার দরকার হয় না। এখানে পুরো লকডাউন সময়ে শ্রমজীবী ক্যান্টিন চলছে, বাজার, রেশন গরিব মানুষরা পেয়েছেন। সরকার তার দায়িত্ব পালন করেনি। বিজেপির প্রলোভনে পা দেবেন না। একই অঙ্গে নানা রুপ। শাসক, বিজেপি ধর্ম নিয়ে খেলছে।

মোর্চার প্রার্থী পৃথা তা বলেন, প্রয়াত মন্ত্রী নিরুপম সেন-এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। শহরের ভিতর দিয়ে বাস চলাচলের ব্যবস্থা করে শহরের প্রাণকেন্দ্র শুকিয়ে যাওয়া বিসি রোড এবং দত্ত মার্কেটকে আবার বাঁচাতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম) শহর-২ এরিয়া কমিটির সম্পাদক তরুণ রায়। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ।

বামফ্রন্টের আবেদন

সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনের ৫ম পর্যায়ে ভোট আমাদের জেলায় ১৭ এপ্রিল এবং ষষ্ঠ পর্যায়ে ২২ এপ্রিল। সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এলাকায় ভোটারদের প্রতি আবেদন শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। কোনোরকম প্ররোচনাতে পা দেবেন না। শান্তি-সম্প্রীতি- সৌহার্দ্য বজায় থাকুক।

অমল হালদার
আহ্বায়ক
বামফ্রন্ট পূর্ব বর্ধমান জেলা

নতুন চিঠি

১২ এপ্রিল, ২০২১

সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত প্রার্থীকেই ভোট

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে চারদফার ভোটপর্ব শেষ হয়েছে—বাকি আর চার দফা। প্রথম চারদফার ভোটে হিংসা, তাণ্ডব, প্রাণহানির ঘটনা রুখতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই চারদফা ভোটে ইতিবাচক ঘটনা হল মানুষ বুথমুখী হয়েছেন এবং সংযুক্ত মোর্চার কর্মীরা নিষ্ঠার সঙ্গে অধিকাংশ স্থানে বুথ আগলে রাখতে জান কবুল করেছেন। তবে সবচেয়ে যেটা আশাব্যঞ্জক তা হল, দিন যত যাচ্ছে ভোটের জটিল রসায়নটি মানুষের চেতনায় তত স্পষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনে আগ্রহী উগ্র জাতীয়তাবাদী বিজেপির চেয়ে স্বৈরতন্ত্রী তৃণমূল আপাততভাবে কম ক্ষতিকর মনে হলেও বামফ্রন্ট তথা সংযুক্ত মোর্চা কেন উভয়ের বিরুদ্ধে লড়ছে, মানুষ ক্রমশ তা বুঝতে পারছেন।

বিজেপি যেমন চায় বিরোধীশূন্য ভারত, তৃণমূলও তেমনি বিরোধীমুক্ত বাংলা গড়তে চেয়েছে। দুটো দলের অভিধানেই 'গণতন্ত্র' শব্দটা নেই। দুটি দলেরই ঘোষিত শত্রু হল বামশক্তি। বিজেপির এক সময়ের রাজনৈতিক সঙ্গী তৃণমূল তাই বিজেপিকে সামনে এনে বামেদের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের হয়ে যারা নির্বাচনে লড়ছে তাদের অর্ধেক এসেছে তৃণমূল থেকে। যারা এখন তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে লড়ছে তাদের অনেকেই ভোটের পর ঘাসফুল থেকে পদ্মফুলে মধু খেতে যাবে বলে পা বাড়িয়ে আছে। খোদ মাননীয়া একথা একাধিক সভায় স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ ঘাসফুলের বোতাম টিপলে যে সেটা বিজেপির বিরুদ্ধে বোতাম টেপা নয়, সে সত্য ক্রমশ মানুষের উপলব্ধিতে আসছে।

মোদী-শাহের বাংলা বিজয়রথ থামাতে আর প্রাক্তন দিদি অধুনা পিসির অপশাসন থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে মানুষ তাই সংযুক্ত মোর্চার দিকে ঝুঁকছেন। 'জয় শ্রীরাম' বললে যে পেট ভরবে না, বিনা পয়সার রেশনের চেয়ে কর্মসংস্থান, মেহনতী উপার্জন, যে বেশি মর্যাদার, মানুষ তা স্বীকার করছেন। তাই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোট রাম নয়, বাম-মুখী হতে শুরু করেছে। সংযুক্ত মোর্চার নির্বাচনী সভায় উপচে পড়া ভিড়, নির্বাচনে বিপুল মানুষের অংশগ্রহণ, বুথরক্ষার কাজে সংযুক্ত মোর্চার কর্মীদের পিছনে জনসমর্থন—এসবই তার নির্ভুল প্রমাণ।

জনজাগরণ যখন শুরু হয়েছে তখন তাকে আর আটকানো যাবে না। তবু আত্মসন্তুষ্টির কোনো স্থান নেই। প্রলোভন বা ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে মানুষকে তাই সব কেন্দ্রেই সংযুক্ত মোর্চা মনোনীত প্রার্থীকেই ভোট দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, তৃণমূলের ব্যর্থতা এ রাজ্যে প্রমাণিত। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাগাড়ম্বর মাত্র, কারণ বিজেপি শাসিত রাজ্যে তারা এ জাতীয় কথা বলে শাসন ক্ষমতায় এসে কাজের ক্ষেত্রে ডিগবাজি খেয়েছে। কর্মসংকোচন, সরকারিক্ষেত্র বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দেওয়া, অ-হিন্দুদের শত্রুজ্ঞান আর হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হল বিজেপির ঘোষিত নীতি। পক্ষান্তরে সংযুক্ত মোর্চার প্রধান শরিক বামফ্রন্ট রাজ্যের জন্য যে বিকল্প কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছে তা প্রতিশ্রুতিমাত্র নয়। বামশাসিত কেরলে তার রূপায়ণ হয়েছে। সংখ্যায় দুই, চরিত্রে এক, বিজেমূল অপশক্তিকে তাই এমনভাবে পরাজিত করতে হবে যাতে ভোটের পর সুবিধাবাদী আঁতাত করেও তারা ক্ষমতায় ফিরতে না পারে। কালরাত্রির অবসান তাই সমাসন্ন।

সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের সমর্থনে আইনজীবীদের সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৭ এপ্রিল, বর্ধমান : সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়ন, বর্ধমান কোর্ট কমিটির উদ্যোগ, কোর্ট কম্পাউন্ডে ভবদীশ ভবনে এক নির্বাচনী সভা হয়। সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত বর্ধমান কোর্ট সংলগ্ন এলাকার প্রার্থীদের নিয়ে। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী পৃথা তা, বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী চণ্ডীচরণ লেট, এবং ভাতার বিধানসভার প্রার্থী নজরুল হক বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান কোর্ট কমিটির সভাপতি দুর্লভ মল্লিক। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান কোর্ট কমিটির সম্পাদক পার্থ চৌধুরী। এছাড়াও ৭০ জন আইনজীবী, ল-ক্লার্ক ও কোর্ট কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ ঃ পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনু কুমার ঘোষ

তৃতীয় পর্ব

পরিবেশ ঃ জলবায়ু পরিবর্তন-আমাদের এজমালি ভবিতব্য :

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাস। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (রাষ্ট্রসঙ্ঘের) তৎকালীন সাধারণ সচিব (সেক্রেটারি জেনারেল), হাভিয়ের পেরেজ ডে কুয়েইয়ার বিশ্ব-পরিবেশ ও তার প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্তে এর উদ্দেশ্য হিসাবে যে কথা উল্লেখিত হয়েছিল তা হল; "Process of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond"। সভানেত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হল পেশায় চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ ও নরওয়ের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিস ব্রুন্টল্যান্ডকে। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর নির্দেশের শর্তাদি (terms of reference) তাঁর পছন্দ হল না। তাঁর মতে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা ব্যতীত কার্যকরী ভাবে পরিবেশ চর্চা করা একরকম অর্থহীন। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনি দেখা করলেন সাধারণ সচিব-এর সঙ্গে। শেষে তাঁরই প্রস্তাব মত পরিবেশ সংক্রান্ত শর্তের সঙ্গে যুক্ত হল উন্নয়ন। কমিশনের নাম হল World Commission on Environment and Development (WCED)। ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে তিনি "Our Common Future" শীর্ষক প্রতিবেদনটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে তুলে দিলেন। এই প্রতিবেদনটির অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)। প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর এই শব্দবন্ধটি যুগপৎ বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে চলে আসে। কমিশনের দেওয়া স্থিতিশীল উন্নয়ন-এর সংজ্ঞাটি বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। এটি হল, "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"।

বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থায় একদিকে দরিদ্র দেশগুলির ক্ষুধা, অপুষ্টি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই, অন্যদিকে শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রাচুর্যের লালসা। এই দুইয়ের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বব্যপী উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ আর প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষা সমস্ত দেশকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এর অনিবার্য পরিণতি হল—এ্যসিড বৃষ্টি, অরণ্য নিধন, নতুন করে মরুভূমির সৃষ্টি সহ নানান রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাগুলিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রারম্ভিক প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করেন। মিস ব্রুন্টল্যান্ড তাঁর প্রতিবেদনে আর্থিক উন্নয়নের সাফল্য ও ব্যর্থতার পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষয় তথা জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। এই প্রতিবেদনের শুরুতেই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার তথ্য উল্লেখিত হয়েছে সেগুলি হল—বাৎসরিক প্রায় ৬০ লক্ষ হেক্টর নতুন মরুভূমির সৃষ্টি হওয়া; প্রতি বৎসর ১১ মিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি বনভূমি নিধন হওয়া; খরার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ষাটের দশক-১৮.৫ মিলিয়ন হেক্টর, সত্তরের দশক-২৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর, আশির দশক-৩৫ মিলিয়ন হেক্টর (ভারত ১০ মিলিয়ন); বন্যার দরুন ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ষাটের দশক-৫.২ মিলিয়ন হেক্টর, সত্তরের দশক-১৫.৪ মিলিয়ন হেক্টর। এই বিপুল ক্ষতির মূল কারণ হল মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ যেমন চাষ-আবাদ, পরিবহণ, শিল্পোৎপাদন ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাস। বিজ্ঞানীদের মতে এর ফলে সমগ্র বিশ্বের গড় উষ্ণতা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এভাবে চলতে থাকলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়া সহ সুনামির মত বা তার থেকেও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায়শই ঘটতে থাকবে। নিউ ইয়র্ক সহ বিশ্বের অনেক শহর সমুদ্রের নিচে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা বিজ্ঞানীরা ব্যক্ত করেছেন। মনে রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা। স্বভাবতই গরিব মানুষকে নিরুপদ্রব জীবনের সুযোগ দিতে হলে এবং এই সভ্যতাকে স্বাভাবিকভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে যথাযথ ভাবে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কাজ করা অত্যন্ত জরুরি।

বস্তুত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন বিরচিত প্রতিবেদনটিই ছিল ১৯৯২ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত শীর্ষ-পৃথ্বী (Earth Summit) সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য দলিল। এই শীর্ষ বৈঠকে ১৫৪টি (বর্তমানে ১৯৭) দেশ সম্মিলিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি চুক্তি সই করে যেটি United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) নামে পরিচিত। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হল বিশ্ব জলবায়ু ব্যবস্থায় ক্ষতিকারক মনুষ্যসৃষ্ট-গ্যাস নিঃসরণের হার তথা পরিমাণ কমানো। এই চুক্তি অনুসারে প্রতি বৎসর সমস্ত সংশ্লিষ্ট দেশগুলির কাজ হল একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে সমসাময়িক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করা। পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালে গৃহীত কিয়োটো প্রোটোকল (দলিল) অনুসারে ক্ষতিকারক গ্যাস সৃষ্টির প্রশ্নে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও ৩৮টি উন্নত দেশের ক্ষেত্রে ২০০৮-১২ সময়কালের মধ্যে ক্ষতিকারক গ্যাস সৃষ্টির পরিমাণ কমানোর প্রশ্নে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে দোহা সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১৩-২০ সময়কালের জন্য দ্বিতীয়বার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার সংস্থান করা হয়। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে ঘটে যাওয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির ২১তম সম্মেলন। ২০১২ সালে দোহা সম্মেলন কিয়োটো প্রোটোকলের কার্যকাল ২০২০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। আর প্যারিস চুক্তি হল কিয়োটো প্রোটোকলের পরিবর্তে নূতন একটি উন্নত ব্যবস্থা। কিন্তু যেহেতু চীন কিয়োটো চুক্তিতে সামিল হয়নি, এই অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তির বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলত বিশ্বের সবচাইতে বেশি গ্রীন হাউস গ্যাস সৃষ্টিকারী দুই দেশ যথাক্রমে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তির আওতার বাইরে থাকে। ফলে একথা বলাই বাহুল্য যে জলবায়ু পরিবর্তনের কর্মসূচি উপযুক্ত ভাবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ ও তার কারণ সকলেরই জানা। উন্নয়নের গতি শ্লথ করতে কেউই রাজি নয়। একদিকে প্রচলিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার বিকল্প তৈরির ব্যয়, অন্যদিকে প্রচলিত ব্যবস্থা পরিত্যাগের অর্থ হল মূল্যবান সম্পদের বিলুপ্তি। এই বিপুল ব্যয়ের/ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হবে বর্তমান বাজার, বিশেষত কম আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন মানুষদের বিপুল বাজার ব্যবসায়ীদের হাতছাড়া হওয়া। সব মিলিয়ে সমস্যাটা হল—প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত ধ্বংসকে আহ্বান এবং অনতিবিলম্বে নিরাপদ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রচলন—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

তবু এরই মধ্যে ২০১০ সালে মেক্সিকোর কানকুন শহরে ঘটা চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির ১৬তম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে বিশ্বকে শিল্প সভ্যতা শুরুর (১৮৫০ সাল) সময়ের উষ্ণতা অপেক্ষা ২০সি-এর বেশি উষ্ণ হতে দেওয়া যাবে না এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় হারে ক্ষতিকারক গ্যাস নিঃসরণ কমাতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল কীভাবে এই গ্যাস সৃষ্টির পরিমাণ কমানো সম্ভব? এটা বুঝতে হলে কৃষি থেকে শুরু করে কোন কাজে কতটা পরিমাণ গ্যাস সৃষ্টি হয় এবং তা কীভাবে কমানো সম্ভব সে সম্পর্কে জ্ঞান জরুরি। এই বিশ্লেষণ ছাড়া সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাস-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা গেলে সমগ্র বিশ্ব এই সমস্যার হাত থেকে অনেকাংশে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু যত দিন না এই শক্তির বিকল্প উৎসের ব্যাপক সরবরাহ সুনিশ্চিত হচ্ছে ততদিন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। এবং এই কাজ সমস্ত দেশের সরকার ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমবেত ভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বের এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকা একদিকে সরকার অন্যদিকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আচরণের উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায়, বাজার গরিব মানুষকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এই বলে যে বাজারকে গরিব মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতাধীন রাখা ব্যবসায়ের সামাজিক কর্তব্য। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হল কেবল মাত্র বড়লোকদের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করা—যেটা কখনই কাম্য নয়। তাই যদি এই বিষয়টিকে নিতান্তই গুরুত্ব দিতে হয় তবে তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে পুঁজিবাদের শিক্ষাই হল কীভাবে ঝুঁকি এড়িয়ে বা হ্রাস করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। পরবর্তী পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে রাষ্ট্রগত অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি (শেষ পর্ব)

শিবানন্দ পাল

ভগত সিংদের ফাঁসির পর ২৫ মার্চ, ১৯৩১ নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'দি ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় ব্রিটিশ লেবার পার্টি ব্রিটিশ সরকারের কাজকে তীব্র সমালোচনা করে লেখে—''তিনজন ভারতীয় বিপ্লবীকে যেভাবে হত্যা করা হল, তার দ্বারা বোঝা যায় ম্যাকডোনালড রাজত্ব তাদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাকে বাঁচাতে যে কোনও স্তরে নামতে প্রস্তুত।''

লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দি ট্রিবিউন' ইংরাজি পত্রিকায় ২৬ মার্চ, ১৯৩১ বিশেষ সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়—''ভগত সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুর ফাঁসির আদেশ রদ না করে তাঁদের যেভাবে ফাঁসি দেওয়া হল, এই ভুলের গভীরতা, বিস্তৃতি ও আয়তনের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের ব্রিটিশ সরকারের আর অন্য কোনও ভুলের তুলনা করা চলে না।''

পরবর্তীকালে পাকিস্তানের 'ভগত সিং মেমোরিয়াল ফাউনডেশন'-এর চেয়ারম্যান ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশি অভিযোগ, ভগত সিংদের বিরুদ্ধে গঠিত মামলা ছিল একেবারেই সাজানো। ওই মামলায় ভগত সিংকে প্রথমে আজীবন কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে তা পরিবর্তন করে ফাঁসির আদেশ করা হয় এবং দ্রুত সেই ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

২০১৬ সালে কুরেশির আবেদনের ভিত্তিতে লাহোর হাইকোর্ট স্যান্ডার্স হত্যা মামলা তথা ভগত সিংদের ফাঁসি-র মামলা নতুন করে শুরুর কথা বলে। লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইজাজ উল আহসান একটি ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করেন। বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন খালিদ মাহমুদ খান।

ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশি-র খোঁজখবরের পর শিহরণ জাগানো সব তথ্য জানা যায়! স্যান্ডার্স হত্যাকাণ্ডের বিচারে গঠিত ট্রাইব্যুনাল ওই সময় ৪৫০ জন সাক্ষীর মধ্যে কারুর সাক্ষ্য নেয়নি। এমনকি ভগত সিংয়ের নির্দিষ্ট আইনজীবীকেও ওইসব সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। জানা যায় ১৯৩১ সালে ফাঁসির অব্যবহিত পরে লাহোরের শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে গান্ধিজির কাছে তিন জাতীয় বীরের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হয়। গান্ধীজি কমিটির সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা প্রদানের ব্যাপারে তাঁর অস্বীকৃতির কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন।

২০১৪ সালে লাহোর পুলিস হঠাৎ ১৯২৮ সালের স্যান্ডার্স হত্যার দিনের পুরনো এফআইআর-এর কপিটি খুঁজে হাতে পায়। লাহোরের আনারকলি থানার এফআইআর-এর সেই কপির তারিখ ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর। উর্দু ভাষায় স্পষ্ট লেখা- বিকেল সাড়ে চারটের সময় স্যান্ডার্স এবং হেড কনেস্টবল চন্দন সিং-কে ২ জন অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারী গুলি করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ১২০ এবং ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হল। সেখানে ভগত সিং বা কারও নামের উল্লেখ নেই। থানার পুলিশ আধিকারিক এই মামলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে প্রধান সাক্ষী ছিলেন। তিনি হত্যাকারীদের একজনকে অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর চেহারার বিবরণে তিনি লেখেন হত্যাকারী হিন্দু ছিল। সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো লম্বা, মুখে গোঁফ, পড়নে পাজামা, কুর্তা এবং মাথায় কালো টুপি ছিল।

২০১৭ সালের ২৩ মার্চ, পাকিস্তানের ভগত সিং ফাউন্ডেশনের অন্যতম এক কর্মকর্তা আবদুল্লা মালিক দাবি তোলেন, ভগত সিংরা সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন। সেই লক্ষ্যেই তাঁর লড়াই চালিয়েছিলেন। রাষ্ট্র তাঁদের খুন করেছিল। ভগত সিং-দের ফাঁসি দেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডের বর্তমান রানীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

পি টি আই সূত্রে জানা যায়- ২০১৮-র ২৪ মার্চ পাকিস্তানের 'ভগত সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন' এবং 'ভগত সিং ফাউন্ডেশন' যৌথ ভাবে দাবি করে- তিন বিপ্লবী শহিদকে ভারত-পাকিস্তান উভয় সরকার 'জাতীয় বীর' হিসেবে ঘোষণা করুক। তাঁদের আরও দাবি, যে জায়গায় বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া হয় লাহোরের সেই সাদমান চক (ওই সময় যা লাহোর জেলের ভিতরের অংশ ছিল), 'ভগত সিং চক' নামে চিহ্নিত হোক।

ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশি আরও দাবি করেন, লাহোরের সাদমান চকের নাম পরিবর্তন করে 'ভগত সিং চক' নামে করে এখানে ভগত সিংয়ের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক। সেই সঙ্গে তাঁর বাড়ি সংরক্ষণের দাবি জানান তিনি। উল্লেখ্য ভগত সিং জন্মেছেন ব্রিটিশ ভারতে পাঞ্জাবের লায়লাপুর জেলার বাঙ্গার নিকটস্থ খাতকর কালান গ্রামের এক সিন্ধু জাঠ পরিবারে।

লাহোরে প্রতি বছর ২৩ মার্চ দিনটি পালিত হয় 'শহিদ দিবস' হিসেবে। লাহোরের সেই সাদমান চক, সেই জেলখানা, ফাঁসির জায়গা উন্নয়নের নামে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। তবু যেখানে ভগত সিংদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের বর্তমান প্রজন্ম সমাজতন্ত্রের নামে বিপ্লবের শপথ নেয়। আর শতদ্রুর সেই তীরে, যেখানে তিন বীর শহিদদের গোপন অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করেছিল সেই পুণ্য তীর্থে 'শহিদ মেলা' অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে শতদ্রু নদীর কিনারের সেই জায়গা ১৯৫০ সালে বিশেষ চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সেখানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শপথ নেয়—'পথ বন্ধুর, তবু হয় সমাজতন্ত্র, নয় মৃত্যু! এছাড়া কোনো বিকল্প নেই! এছাড়া দুই দেশে শান্তি আসবে না'।

কিন্তু ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর ভগত সিং মামলার কোনও অগ্রগতি ঘটেনি। উপরন্তু ২০১৭ সালে লাহোর হাইকোর্টে ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশিকে, তাঁর নিজের এবং ভগত সিং মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানাতে হয়েছে। সেখানেও কিছু কট্টরপন্থী মৌলবাদী চায় না ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হোক। যদিও পাকিস্তানের মানুষ কুরেশি বা আবদুল্লা মালিকের এইরকম দাবি তোলা কোনও সেনসেশনাল নিউজ তৈরির চমক দেওয়ার ব্যাপার নয়।

ভগত সিং, সুখদেব ও রাজগুরু ছিলেন হিন্দু। শুধু হিন্দু নয়, এঁদের কেউ কেউ ছিলেন হিন্দু পরম্পরায় বিশ্বাসী। কার্গিল যুদ্ধ, পুলওয়ামার ঘটনা, অভিনন্দন বৃত্তান্ত ইত্যাদি ঘটনার পরে মনে হতেই পারে ভগত সিংদের জন্য পাকিস্তানিদের মন উদ্বেল হচ্ছে কেন? এখন আমাদের হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি শেখানো হচ্ছে, আর সেজন্যই নাগরিকত্ব নিয়ে যত ঝামেলা! ভারত-পাকিস্তান দুই সহোদর রাষ্ট্র নয়, শত্রুর দেশ।

১৯৯৯ কারগিল যুদ্ধের পর এখানে বিজেপি-আরএসএস, ওখানে মৌলবাদীরা, দুই দেশের মানুষকে চরম অবস্থানে দাঁড় করাতে চাইছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান—দুই দেশের এসব কোনও সমস্যাই যেন নেই। যত সমস্যা দুই দেশের দ্বেষ রাজনীতির দ্বন্দ্বে। আসলে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলে আমেরিকা, ব্রিটেন থেকে অস্ত্র কিনবে কে? হ্যাঁ এটাই আশ্চর্যের। এসব কথা বলছে পাকিস্থানের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের মানুষ। বিশ্বাস হয়না তবু ঘটনা সত্যি। আমাদের সাথে যে পাকিস্থানের পরিচয় করানো হচ্ছে, এ পাকিস্থান সে পাকিস্থান নয়!

পাকিস্তান ও মৌলবাদ সমার্থক করে ভয়ংকর প্রতারণা চলছে আজকের এই ভারতীয় উপমহাদেশে। হিন্দুত্বকে বাঁচাবার নামে গোলওয়ালকারের দিবাস্বপ্ন পূরণ করতে অনেকেই যে গোপনে ও প্রকাশ্যে মদত দেয় তা চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। সমাজকাঠামোয় সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার এমন রূপ দেখতে হবে স্বাধীনতা যোদ্ধারা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেননি। পাকিস্তানের অনেক কিছুই নতুন করে দেখা দরকার, চর্চাকে বাড়াতে হবে। নেটের দৌলতে অনেক কিছু জানা যায়। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ মোটেই ভারত বিদ্বেষী নয় বরং তাদের লড়াই অন্তরীণ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে।

রাশিয়াকে হঠাতে আফগানিস্তানে তালিবান তৈরি করে ভুট্টোকে (যিনি সমাজতান্ত্রিক পথে হাঁটতে শুরু করেন রাশিয়ার দিকেই ঝুঁকে) ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সামরিকতন্ত্রী পাকিস্তান তৈরি করে আমেরিকা। আবার তখন থেকেই ভারতের মৌলবাদীদের মদত দিয়ে হিন্দুত্ববাদীদের চাঙ্গা করা হয়।

পাকিস্তানের সুফিপ্রভাবিত মিঠি শহরের খবরাখবর জানলে অনেকেই অবাক হবেন। আশি পারসেন্ট হিন্দুদের জন্য মুসলিমরা সেখানে গো হত্যা করেন না, হিংলাজ মন্দিরকে ভক্তিভরে রক্ষা করে মুসলিমরা 'নানী কি মন্দির' নাম দিয়েছেন। করাচি শহরে গণেশ চতুর্থী, হোলি ইত্যাদি প্রত্যেকটি হিন্দু উৎসব ধূমধাম করে পালিত হয়। না বলে দিলে ধরাই যায় না কোন দেশ।

আসলে অকালে ঝরে যাওয়া বিপ্লবীদের সাথে সাথে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসটাই বদলে দিতে চায় যারা তারাই আজ স্বাধীন দেশের কর্ণধার হয়েছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি।

৫ম দফার নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা

নির্বাচন ঃ ১৭ এপ্রিল

২৫৯ খণ্ডঘোষ তপঃ

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অসীমা রায়	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
২)	নবীনচন্দ্র বাগ	এআইটিসি	ফুল ও ঘাস
৩)	প্রতুল বিশ্বাস	বি.এস.পি	হাতি
৪)	বিজন মণ্ডল	বিজেপি	পদ্ম
৫)	বাসুদেব রুইদাস	বি.এম.পি	খাটিয়া

২৬০ বর্ধমান দক্ষিণ

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	খোকন দাস	এআইটিসি	ফুল ও ঘাস
২)	পুষ্প হাঁসদা	বি.এস.পি	হাতি
৩)	পৃথা তা	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৪)	সন্দীপ নন্দী	বিজেপি	পদ্ম
৫)	অনিরুদ্ধ কুণ্ডু	এস.ইউ.সি.আই(সি)	টর্চ
৬)	রাজীব পাশোয়ান	এন.আর.পি.আই	বাঁশি
৭)	লক্ষী নারায়ণ কোড়া	বহুজন মুক্তি পার্টি	খাটিয়া
৮)	অরিন্দম ঘোষ	নির্দল	দূরবিন

২৬১ রায়না (তপঃ)

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	পল্লব বিশ্বাস	বি.এস.পি	হাতি
২)	বাসুদেব খাঁ	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৩)	মানিক রায়	বিজেপি	পদ্ম
৪)	শম্পা ধাড়া	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৫)	রবি রাউৎ	বি.এম.পি	খাটিয়া

২৬২ জামালপুর (তপঃ)

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অলোক কুমার মাঝি	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
২)	গৌরহরি পাত্র	বি.এস.পি	হাতি
৩)	বলরাম ব্যাপারী	বিজেপি	পদ্ম
৪)	সমর হাজরা	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৫)	কার্তিক ক্ষেত্রপাল	বি.এম.পি	খাটিয়া
৬)	তরুণ কান্তি মণ্ডল	সিপিআই(এম এল) লিবারেশন	তিনতারা বিশিষ্ট পতাকা

২৬৩ মন্তেশ্বর

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অনুপম ঘোষ	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
২)	চৌধুরী সিদ্দিকুল্লাহ	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৩)	সৈকত পাঁজা	বিজেপি	পদ্ম
৪)	আনসারুল আমান মণ্ডল (বাবু)	সিপিআই (এম এল) লিবারেশন	তিনতারা বিশিষ্ট পতাকা
৫)	নাসিমউল গনি সৈয়দ	পি.ডি.এস	ফুটবল

২৬৪ কালনা (তপঃ)

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	দেবীপ্রসাদ বাগ	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
২)	নীরব খাঁ	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৩)	বিশ্বজিৎ কুণ্ডু	বিজেপি	পদ্ম
৪)	রাধেশ্যাম মণ্ডল	বি.এস.পি	হাতি
৫)	কালিচরণ সর্দার	এস.ইউ.সি.আই(সি)	টর্চ

২৬৫ মেমারি

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	কল্পনা মণ্ডল	বি.এস.পি	হাতি
২)	ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য	বিজেপি	পদ্ম
৩)	মধুসূদন ভট্টাচার্য	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৪)	সনৎ ব্যানার্জী	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৫)	তরুণ কুমার ঢালি	বি.এম.পি	কোর্ট
৬)	মানব ব্যানার্জী	নির্দল	খাম

২৬৬ বর্ধমান উত্তর (তপঃ)

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	চণ্ডীচরণ লেট	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
২)	নিশীথ কুমার মালিক	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৩)	রাধাকান্ত রায়	বিজেপি	পদ্ম
৪)	রামকৃষ্ণ মালিক	বি.এস.পি	হাতি

সাংবাদিক সুখেন্দুবিকাশ নন্দী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ এপ্রিল : বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট সাংবাদিক সুখেন্দুবিকাশ নন্দী (৬৬) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত শতকের সত্তরের দশকের ঝোড়ো দিনে সাংবাদিকতা শুরু করেন 'অভীক' পত্রিকার মাধ্যমে। এ.এন.আই নিউজ এজেন্সিতে কাজ করেন। পরে দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকার জেলা সংবাদদাতা হিসেবে আমৃত্যু কাজ

করে গেছেন। ৭০ দশকের বর্ধমান জেলা প্রেসক্লাব গঠনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। পরোপকারী মানুষ হিসেবে খুবই পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে বর্ধমান সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মরদেহ বর্ধমান প্রেস কর্ণারে আনা হলে সাংবাদিকরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। 'নতুন চিঠি' পরিবারের সকলে বন্ধু সুখেন্দু নন্দীর প্রয়াণে শোকাহত। তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে রেখে গেছেন।

প্রান্তজন—আত্মজন

রত্না রশীদ

এক সন্ধ্যায় বাপি বাড়ি ফিরলো বহু—বহুদিন আন্ডারগ্রাউন্ড থাকার পর। আমরা তো বাপিকে হারিয়ে ফেলেছিলাম বহুদিন। আমরা ভাইবোনেরা জানতাম, বাপি সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেছে।

বাপি কখনো কোনোদিনও আমাদের গায়ে হাত তোলেনি। দুষ্টুমি করলে বাপি তার থেকে একটানে গামছা টেনে (নিজের পোষাকের ওপরেই) কোমরে জড়িয়ে বলতো, লক্ষ্মী (আমার মা), আমি হিমালয় চললাম।

ব্যাস্, আমরা ভাইবোনেরা হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাপির হাঁটু দুটো চতুর্দিক থেকে আঁকড়ে ধরতাম, ...না বাপি, হিমালয়ে যেও না, ওখানে অনেক বাঘ সিংহ, সাপ আছে, তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

তো সেবার যখন বাপি এক ঝুঁঝকি রাতে নিরুদ্দিষ্ট হলো, আমরা ভাইবোনেরা কেউ জানতে বুঝতে পারিনি। প্রথম কদিন ভাবলাম বাপি ডিউটিতে গেছে। সপ্তাহ না গড়াতেই বাড়িতে পুলিশ এলো, সেও ভোররাতে। গোটা পাড়া ঘুমিয়ে। আমাদের কোয়ার্টারের দরজায় দুমদাম ধাক্কা। আমরা সবাই মিলে মায়ের সঙ্গে মেন গেটে গেলাম, দরজা খোলা মাত্র হুড়মুড় করে সবাইকে ধাক্কা মেরে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলো কজন পুলিশ। সমস্ত ঘরগুলো আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে দেখলো—তোষক বালিস সব ছিঁড়ে খুঁড়ে একশা—না পেয়ে শেষে রান্নাঘরে গিয়ে তেল নুন লঙ্কা চিনি সমস্ত বয়েমগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙলো।

—বললাম, পুলিশকাকু, বাপি কি চিনির শিশিতে লুকিয়ে থাকতে পারে?

—পারে কি পারে না আমরা বুঝবো, তোমার বাবা কোথায় গেছে বলো।

—বাপি তো ডিউটি গেছে, মা তো বললো আপনাদের। আমার মেজোভাইটা তখন হাঁউমাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো—তা'লে বাপি সাধু হয়ে হিমালয় চলে গেছে। এতক্ষণে বাঘ সিংহ খেয়েও ফেলেছে।

বাইরে অন্যান্য কোয়ার্টারের প্রতিবেশী জমে গেছে—মুড়ির টিন, চিনির শিশি ভাঙার আওয়াজ ঘুম ভাঙিয়েছে সবার। বেশিরভাগ শিশু আর মা কাকিমার ভিড়। ওই ভিড় ঠেলে আমাদের গেটের ভেতর ঢুকে এলো সহদেবকাকু।

—এই রাত থাকতে থাকতে একা একজন মহিলা আর শিশুদের ঘরে ঢুকতে পারেন না আপনারা—কেন ঢুকেছেন ঘরে? সার্চ ওয়ারেন্ট আছে? থাকলে দেখান।

—আপনি কে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখার?

—আপনাদের বন্ধু নই, দেখান সার্চ ওয়ারেন্ট!

আর বাক্যবিনিময় নেই। চার-পাঁচজন পুলিশ মিলে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল সহদেবকাকুকে। তারপর মোটা মোটা রুল ডাণ্ডা দিয়ে লাগাতার নির্মম পেটাতে লাগলো—গায়ে লাল লাল দাগ বসে গেছে। ছটফট করতে করতে মার খাচ্ছে সহদেবকাকু অনেকক্ষণ ধরে কিন্তু একটুও জল নেই চোখে। পিঠের অনেক জায়গা ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আমি আর থাকতে না পেরে সহদেব কাকুর পিঠে ঝাঁপ দিলাম দুহাতে আঁকড়ে ধরতে, হয়তো আমাকে মারবে না এই ভেবে। কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যে ওই মোটা রুল পড়লো আমার কপালে—কপাল ফেটে রক্তারক্তি। আধ ঘন্টা মনে ছিল না কিছু—চোখ খুলতে দেখি আমি হসপিটালের বেডে।

(ক্রমশঃ)

ভোটের ছড়া

শফিরুল হক

বোমা লাঠি অস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় পাড়া
জনগণও পাল্টা দিতে করে তাদের তাড়া।
ভোট লুট করবে বলে যতই সাজাক ঘুঁটি
শক্ত মাটি নরম হলে উপড়ে যে যায় খুঁটি।
খেলা হবে বলে চেঁচায় বিপক্ষ দেয় গোল
গোহারান হারলে শেষে সহায় হরিবোল।
পরিবর্তনের পরিবর্তন আসছে রাজ্য জুড়ে
শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষ যে যায় লড়ে।

হিসাব

দেবব্রত হাতী

চাকরি হয়নি যার,
চার আনা বৃথা তার।
স্বাস্থ্যের হানি যার,
আট আনা বৃথা তার।।

বারো আনা বৃথা তার,
সততায় হানি যার।
ষোল আনা বৃথা তার,
হীন চরিত্র যার।।

চার আনা গেলে পরে,
বারো আনা বাকি রয়।
আট আনা গেলে পরে,
আট আনাই পড়ে রয়।।

বারো আনা যায় যার,
চার আনা পড়ে রয়।
ষোল আনা যায় যার,
জীবন তার হাহাকার।।

রেল কর্মচারী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক নিরঞ্জন সরকার প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ এপ্রিল : রেল কর্মচারী আন্দোলনের নেতা নিরঞ্জন সরকার (৮০) প্রয়াত হয়েছেন। বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই নেতা রেল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন। ৭০-এর দশকের টালমাটাল সময়ে নিরঞ্জনবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন এবং সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে ভারতের এক যৌথ রেল শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অতুলনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে চক্রান্তের শিকার হয়ে দিল্লিতে তিনি 'মিশা আইনে' গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘ কারাবাসের পর ফিরে এসে তিনি আবার রেল কর্মচারী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৭০ সালে তিনি সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন এবং আজীবন রক্তপতাকার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান এ.আই.এল.এস.-এর জোনাল নেতৃত্ব ও ডিভিশনের আধিকারিকগণ। বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেও প্রয়াত নেতাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর স্ত্রী ও দুই পুত্র বর্তমান।

প্রবীণ সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা; পূর্বস্থলী, ৯ এপ্রিল : প্রবীণ সিপিআই(এম) দরদী মনমোহন দাসের (৮৫) জীবনাবসান হয়েছে। কয়েকদিন আগে তাঁর লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে। নিমদহের বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কল্যাণী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন আজ বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে অসংখ্য পার্টিকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন সিপিআই(এম)-এর পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটি সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা, যুবনেতা অনুপ ঘোষ প্রমুখ। স্থানীয় ছাতনী শ্মশানঘাটে শেষকৃত্য সমাধা হয়।

ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা

নির্বাচন ২২ এপ্রিল

২৬৭ ভাতার

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অধিকারী মানগোবিন্দ	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
২)	নজরুল হক	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৩)	মহেন্দ্রনাথ জোয়ার	বিজেপি	পদ্ম
৪)	সুকুল সরেন	বি.এস.পি	হাতি
৫)	ময়নুদ্দিন শাহ	এল জে সি	বাংলো
৬)	অয়ন ঘোষ	নির্দল	ফুটবল খেলোয়াড়
৭)	নজরুল ইসলাম	নির্দল	ক্যালকুলেটার
৮)	সোমনাথ সাঁই	নির্দল	কম্পিউটার

২৬৮ পূর্বস্থলী দক্ষিণ

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অভিজিৎ ভট্টাচার্য	জাতীয় কংগ্রেস	হাত
২)	রাজীব কুমার ভৌমিক	বিজেপি	পদ্ম
৩)	সুরজিৎ মণ্ডল	বি.এস.পি	হাতি
৪)	স্বপন দেবনাথ	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৫)	সন্তোষ কুমার অধিকারী	পূর্বাঞ্চল মহাপঞ্চায়েত	ব্যাটসম্যান

২৬৯ পূর্বস্থলী উত্তর

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	কেষ্ট রায়	বি.এস.পি	হাতি
২)	গোবর্ধন দাস	বিজেপি	পদ্ম
৩)	তপন চ্যাটার্জী	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৪)	প্রদীপ কুমার সাহা	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৫)	বিভাস দাস	পূর্বাঞ্চল মহাপঞ্চায়েত	ব্যাটসম্যান
৬)	সমিলন সূত্রধর	নির্দল	বাঁশি

২৭০ কাটোয়া

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	পরিতোষ চেয়ার	বি.এস.পি	হাতি
২)	প্রবীর গাঙ্গুলী	জাতীয় কংগ্রেস	হাত
৩)	রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৪)	শ্যামা মজুমদার	বিজেপি	পদ্ম
৫)	অপূর্ব চক্রবর্তী	এস.ইউ.সি.আই (সি)	টর্চ

২৭১ কেতুগ্রাম

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অনাদি ঘোষ (মথুরা)	বিজেপি	পদ্ম
২)	ডাঃ মানিক চন্দ্র প্রধান	বি.এস.পি	হাতি
৩)	মিজানুল কবীর (ধীরাজ)	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৪)	শেখ শাহনওয়াজ	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৫)	সত্যনারায়ণ মণ্ডল	এস.ইউ.সি.আই(সি)	টর্চ

২৭২ মঙ্গলকোট

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অপূর্ব চৌধুরী (অচল)	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
২)	আব্দুস সবুর শেখ	বি.এস.পি	হাতি
৩)	চৌধুরী শাহাজাহান	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৪)	রাণাপ্রতাপ গোস্বামী	বিজেপি	পদ্ম
৫)	রসিক সরেন	এস.ইউ.সি.আই(সি)	টর্চ

২৭৩ আউশগ্রাম (তপঃ)

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	অভেদানন্দ থান্দার	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
২)	কলিতা মাজি	বিজেপি	পদ্ম
৩)	চঞ্চল কুমার মাজি	সিপিআই(এম)	কাস্তে হাতুড়ি তারা
৪)	শ্রীদাম গোলদার	বি.এস.পি	হাতি
৫)	মনসা মেটে	এস.ইউ.সি.আই(সি)	টর্চ

২৭৪ গলসী (তপঃ)

ক্রঃ নং	প্রার্থী	দল	প্রতীক
১)	নন্দলাল পণ্ডিত	এ.আই.এফ.বি	সিংহ
২)	নেপাল ঘরুই	এ.আই.টি.সি	ফুল ও ঘাস
৩)	বিকাশ বিশ্বাস	বিজেপি	পদ্ম
৪)	সন্দীপ সরকার	বি.এস.পি	হাতি

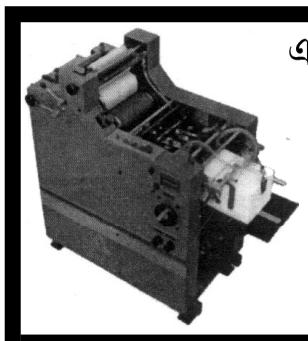

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা